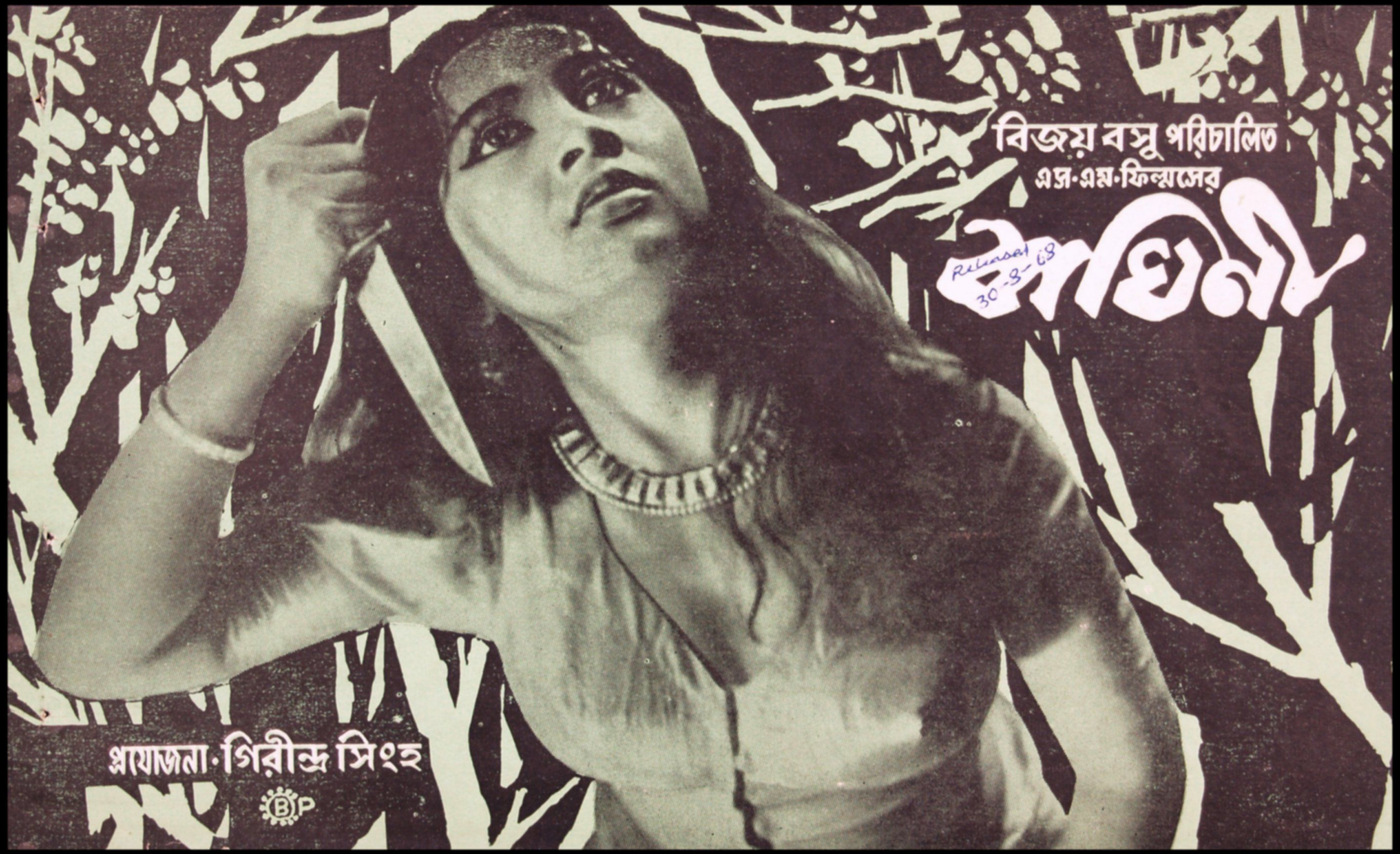

বিজয় বসু পরিচালিত
এস·এম·ফিল্মসের
বাঘিনী
Released 30-8-68
প্রযোজনা·গিরীন্দ্র সিংহ
BP

গিরীন্দ্র সিংহের প্রযোজনায় এস, এম, ফিল্মস এর নিবেদন

সমরেশ বসু রচিত

বাঘিনী

পরিচালনা : **বিজয় বসু**

সুরসংযোজনা : **হেমন্ত মুখার্জি**

সহযোগী প্রযোজক : সবিতা মিত্র ও মঞ্জু বসু॥ চিত্রনাট্য : সলিল সেন ও বিজয় বসু॥ চলচ্চিত্রায়ণে : দিলীপরঞ্জন মুখার্জি॥ শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, ইন্দু অধিকারী॥ সংগীতানুলেখন : মিঃ চিংনীস ফিল্ম সেণ্টার, বম্বে)॥ আবহ সংগীত ও শব্দ-পুনর্লিখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ॥ সম্পাদনা : রবীন দাস॥ শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু॥ গীতরচনা : মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়॥ নেপথ্য- সংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, রুমা গুহঠাকুরতা, মান্না দে ও হেমন্ত মুখার্জি॥ নৃত্যপরিকল্পনা : প্রভাত ঘোষ॥ দৃশ্যপট : আর, সিন্ধে॥ রূপসজ্জা : মদন পাঠক॥ সাজ-সজ্জা : সিনে ড্রেস, বিষ্ণুপদ দাস॥ জন-সংযোজনা : শ্রীপঞ্চানন॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ॥ পরিচয়- লিখন : নিতাই বসু॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্বজ্যোতি॥ ব্লকনির্মান : ক্যালকাটা ব্লক হাউস॥ কর্মাধ্যক্ষ : ক্ষিতীশ আচার্য॥ পরিচালনায় সহযোগী : প্রণব ঘোষ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল।

॥ **সহকারীগণ** ॥ পরিচালনায় : সরিৎ ব্যানার্জি॥ সুর সংযোজনায় : সমরেশ রায়, বেলা মুখার্জি, নিখিল চ্যাটার্জি॥ চলচ্চিত্রায়ণে : গৌর কর্মকার, দেবেন দে, দুখীরাম অধিকারী, কেষ্ট মণ্ডল॥ শব্দানুলেখনে : ঋষি ব্যানার্জি, পাঁচু মণ্ডল, রবীন সেনগুপ্ত॥ আবহ সংগীত ও শব্দপুনর্লিখনে : জ্যোতি চ্যাটার্জি॥ সম্পাদনায় : সুনীল ব্যানার্জি॥ শিল্প-নির্দেশে : রবি দত্ত॥ রূপসজ্জায় : জামাল হোসেন, গোপাল হালদার॥ জন-সংযোজনায় : অশোক ব্যানার্জি, মোহিত ব্যানার্জি॥ ব্যবস্থাপনায় : ত্রিনাথ বণিক॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জি, রবীন চ্যাটার্জি॥ প্রচার সহযোগী : রবি বসু।

॥ **রূপায়ণে** ॥ **সন্ধ্যা রায়,** বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, শমিতা বিশ্বাস, ছায়া দেবী, বাসবী নন্দী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী দেবী, জহর রায়, তরুণকুমার, অর্পণা দেবী, রেণুকা রায়. সুখেন দাস, রাখী বিশ্বাস, [অতিথি] মিহির ভট্টাচার্য, মমতাজ আহমেদ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি চ্যাটার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, প্রতিমা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী, কুমারী সর্বানী, দেবী নিয়োগী, মৃণাল মুখার্জি, বুবু গাঙ্গুলী, নিমু ভৌমিক, অমরেশ দাস, মণি শ্রীমাণি, মুকুন্দ চ্যাটার্জি, অনু দত্ত, সন্তোষ সরকার, নির্মল ঘোষ, রজত বসু, রঞ্জিৎ বসু, দেবপ্রসাদ দাঁ, গণেশ সরকার, ভোলানাথ কয়াল, বিভূতি ব্যানার্জি, বিষ্ণুপদ মহাপাত্র, স্বপন দে ও সুশীল দে **ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।**

॥ **আলোক নিয়ন্ত্রণে** ॥ হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, সন্তোষ সরকার, দিলীপ ব্যানার্জি, সুনিশ দাশ (মারু), সুধীর, সরকার, সতীশ মুখার্জি, সুধীন অধিকারী, গোপীকান্ত বৈদ্য, নরেশ মণ্ডল, আসরাফি সিং, কালীরাম, ফণীন্দ্র ভদ্র, কান্তি দাস, শিবরাম, শান্তি দাস, রমেশ ঘোষ, রণধনি।

॥ **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** ॥ শ্রীমতী আশালতা চ্যাটার্জি, শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র, শ্রীত্রিদিবেশ বসু, শ্রীপ্রণব বসু, শ্রীপ্রবোধ কুমার সিংহ, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ, শ্রীবিমল চৌধুরী, শ্রীনিতাই দত্ত, শ্রীঅলক বসু, শ্রীরঞ্জিত বসু, শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন মজুমদার, ওয়েষ্টার্ণ টকীজ, ববলা, নন্দনগ্রাম ও মায়াপুরের অধিবাসীবৃন্দ, সাইকেল মার্ট এবং উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ, ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

—চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ পরিবেশিত—

বাঘিনী

কাহিনী

অক্রুর দে-র দলে মদ চোলাই করে বাঁকা।

ভূমিহীন কৃষক। কাজও একটা জোটাতে পারেনা। নিরুপায় হয়ে এই পথটাই সে বেছে নিয়েছে।

এই নিয়ে মেয়ের সঙ্গে রোজ ঝগড়া। বাপের জীবিকা দুর্গা মনেপ্রাণে ঘেন্না করে। তাই ঝগড়া। রাগের মাথায় কাটারি তুলে তেড়েও যায় বাপকে।

লোকে বলে, মেয়ে নয় ও বাঘিনী!

বাঁকার মৃত্যুর পর অনেকেই থাবা বাড়িয়ে গুটিগুটি এগিয়ে এল। অক্রুর দে চায় তার ব্যবসায়ে বাপের জায়গায় দুর্গা যোগ দিক। মাতিনী আসে টাকা নিয়ে, এক মস্ত বড়লোকের দূতী হয়ে। ভোলার ইচ্ছে তাকে বিয়ে করুক দুর্গা।

সকলের মুখের ওপর দুর্গা দরজা বন্ধ করে দেয়।

এমনি একটা সময়ে, চারদিক যখন অন্ধকার,—আবগারী পুলিশের তাড়া খেয়ে একটি লোক এসে ঢুকে পড়েছিল তার ঘরে। তাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল দুর্গা।

একদিন তাদের দুঃখ বেদনায় শরিক হয়ে যে লোকটা হাজার লোকের মিছিল নিয়ে পুলিশের গুলি ও লাঠির সামনে হাসিমুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াত, সেই লোকটাই আজ একটা নোংরা কাজে নেমে আবগারী

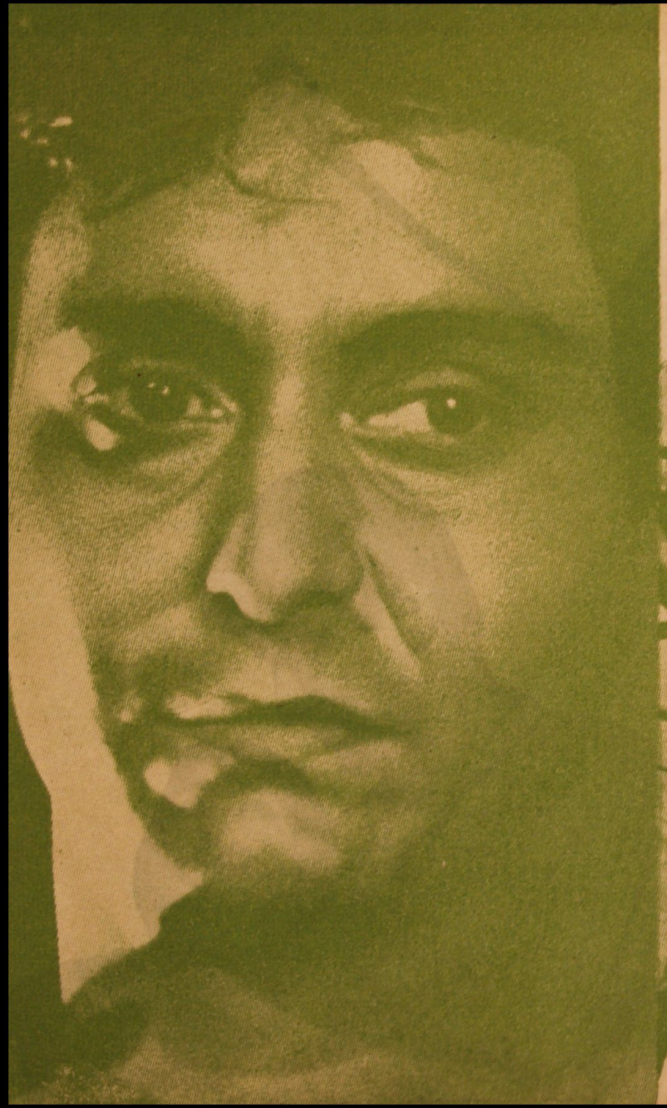

পুলিশের তাড়ায় শেয়াল কুকুরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে—চোখে দেখেও যেন
দুর্গার প্রশ্নের জবাব চিরঞ্জীব দিতে পারেনি। যাবার সময় শুধু বলে গি
কথা শুনে দুর্গা ঠোঁট উলটেছিল। কিন্তু ..

একদিন চিরঞ্জীবকেই সে ডেকে পাঠাল। তার দলে ভিড়ল।

এই সময় আবগারী থানায় নতুন একজন অফিসার এলেন। বলাই স
কিন্তু চিরঞ্জীবও যেন পাঁকাল মাছ, তাকে ধরাছোঁয়া যায় না।

একদিন চিরঞ্জীবকে নিজের অফিসে ডেকে নিয়ে এলেন বলাই সান্যাল
বলাই সান্যাল চিরঞ্জীবের দলের একটি ছেলেকে ধরে এনে শাস্তি দি

চিরঞ্জীবের ক্রুদ্ধ গর্জন শান্ত হয়ে তিনি শুনলেন, তারপর স্থির দৃষ্টি মেলে একটি প্রশ্ন করলেন চিরঞ্জীবকে। চিরঞ্জীব জবাব দিতে পারল না। একটা অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এল সেখান থেকে। নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। দেখল, মলিনার কথাই ঠিক। যারা তাকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে তাদের নিয়ে এক অন্ধকারের

-চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হয়না দুর্গার।

ার সময় শুধু বলে গিয়েছিল, ইজ্জত বাঁচিয়ে খেটে খাবার সুযোগ যদি কোথাও না পায়, তাকে যেন একটা খবর দেয় দুর্গা।

ভিড়ল।

এলেন। বলাই সান্যাল। সৎ, কঠোর এবং দক্ষ কর্মচারী হিসাবে সরকারী মহলে তাঁর নাম আছে।

া যায়না।

এলেন বলাই সান্যাল। কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হ'লনা, বরং দুজনের তিক্ততা আরও বাড়ল, ভেদও বাড়ল দুজনের।

ধরে এনে শাস্তি দিলেন। ক্রুদ্ধ চিরঞ্জীব মোকাবিলা করতে ছুটে এল কিন্তু বলাই সান্যাল তখন ছিলেন না, বেরিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী, মলিনা।

লেন,

কে।

নিয়ে

কিয়ে

আবর্তেই সে তলিয়ে চলেছে।

ফিরে আসবার চেষ্টা করল চিরঞ্জীব। কিন্তু এক কথায় ফিরে আসা সহজ নয়। দলের লোক-জনদের স্থিতু করতে হবে সংসারে। তার জন্যে টাকার দরকার। মরিয়া হয়ে উঠল চিরঞ্জীব।

সুযোগ বুঝে বলাই সান্যাল নতুন ফাঁদ পাতলেন। সে ফাঁদে

ধরা পড়ল দুর্গা। চিরঞ্জীবের বাড়িতে পুলিশ হানা দেবে খবর পেয়ে মাল পাচার করবার চেষ্টা করেছিল দুর্গা। মাঠের মাঝে ভোলা আটক করল গরুর গাড়ি। দুর্গা ছুটল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের ধারে এসে ভোলা ধরে

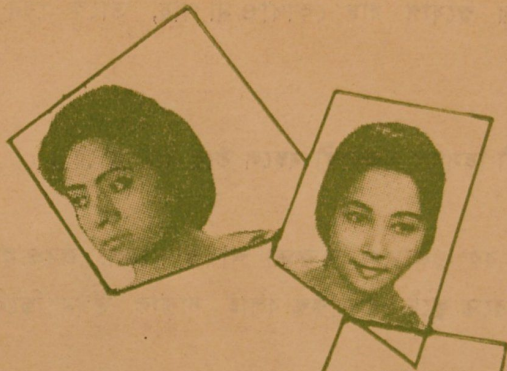

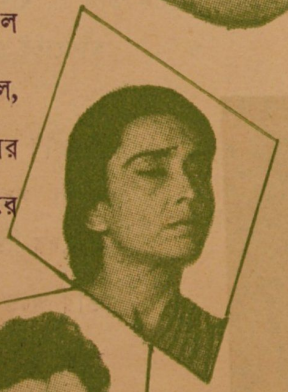

ফেলল তাকে। একটা তীব্র আদিম প্রবৃত্তিতে দুর্গাকে বিধ্বস্ত করে তুলল। ইজ্জত বাঁচাবার কোন উপায় না পেয়ে কাপড়ের নীচে লুকোনো ছুরিটি ভোলার বুকে গেঁথে দিল দুর্গা। চিরঞ্জীব

তখন, দুর্গার জমি রেজিষ্ট্রি করছে।..

কয়েক বছরের জেল হল দুর্গার। চিরঞ্জীব একদিন এল তার সঙ্গে দেখা করতে।

(১)

যখন ডাকলো বাঁশী তখন রাধা যাবেই যমুনায়
জ্বলে পুড়ে মরলো রাধা যৌবন জ্বালায়।
উতল উতল মনকে নিয়ে জলকে কেন যাওয়া
ও আগুন বাড়বে দ্বিগুণ লাগে যদি হাওয়া
তখন করতে শীতল মনকে ওরে কিছুই পাবি না।
ও বাঁশী যদি ডাকে
ঘোমটা মাথায় থাকে না থাকে না পথ চলিতে
ও বাঁশী যদি ডাকে
আঁচল দিয়ে উথাল পাতাল মন কি ঢাকা থাকে।
নদীতে জল নাইরে তবু ছল ভরে কলসে
কলঙ্কিনী যখন তখন খেয়া ঘাটে আসে
যারে পারের কড়ি দিবি তারে পাওয়াই গেল না।

(২)

ও কোকিলা তোরে শুধাই রে
সবারই তো ঘর রয়েছে
কেনরে তোর বাসা কোথাও নাইরে।
বনে বনে দেখিস যখন পরের বাসা, ও পাখী
একটি বারও পরাণটা তোর উদাস হয়ে যায় নাকি
কখনও কি মন বলে না এমনি বাসা একটি আমি
চাইরে।
ভালোবাসা দেখলি শুধু ভালোবাসা বুঝলি না
বুকের মাঝে হারায় যে মন সে মনটারে খুঁজলি না।
কি সাধ আজও গোপন আছে দিব্যি করে বল না
আমায় ভাইরে।

(৩)

মন নিয়ে কি মরব নাকি শেষে (ও আমি)
পিরীতির আগুন তোরা নিভিয়ে দে না এসে।
সাজিয়ে বাগান বসে আছি ফুলে ফুলে
মরিস না তুই বেঁধে বাসা ভুলে ভুলে (ও ভোমরা)
আসবি যাবি মধু খাবি, যখন তখন মন মজাবি
কলঙ্ক নিলাম আমি তুই মর না ভালবেসে।
যৌবন জ্বালা এ অঙ্গে, জ্বেলে রেখেছি
বিষের তরঙ্গ বুকে বেঁধে রেখেছি (বঁধু)
আমি আছি ডুবতে রাজী, পরাণখানা রাখনা বাজী
মরণ দশা ধরল যখন মর না ভালোবেসে।

(৪)

শুধু পথ চেয়ে থাকা
রঙে রঙে ছবি আঁকা
কবে তুমি আসবে বলে
মনে মনে কাছে ডাকা
দুয়ারখানি খুলে রাখা
কবে তুমি আসবে বলে।
তোমারি কারণে সাজি এত যে সাজে
তবুও হৃদয় কাঁপে এ কোন্ লাজে
সে-লাজ দ্বিগুণ হয় যদি না আসো
মালা মোর জ্বালা হয়ে জ্বলে।
আমি, স্বপ্ন কাজল চোখে আঁকি
সে-কাজল কলঙ্ক হয়ে যায়
আহা, যদি না আমার দুটি আঁখি
ওই আঁখি পল্লবে মিশে যায়;
সাধের প্রদীপ আমি জ্বালায়ে রাখি
সে-আলোয় পথপানে চেয়ে থাকি
সে আলো আগুন হয় যদি না আসো
নেভে না সে নয়ন জলে।

(৫)

যদিও রজনী পোহালো তবুও
দিবস কেন যে এলো না এলো না
সজল মেঘের পরাণ ঝরিয়া
বরিষণ কেন হলো না হলো না।
লোকে মরে কলঙ্কিনী নাম দিয়ে
বোঝে না তো কত জ্বালা মন নিয়ে
বলে বলুক লোকে মানি না মানি না
কলঙ্ক আমার ভালো লাগে
পিরীতি আগুনে জীবন সঁপিয়া
জ্বলে যাওয়া আজো হলো না হলো না।
এমন পথ চলা ভালো লাগে না
আমার অঙ্গ দোলে তরঙ্গে তরঙ্গে
কেউ না বাঁধে যদি পথ হারাবে নদী
ভালো লাগে না লাগে না
ভালোবেসে মরি যদি সেও ভালো
ঘর বেঁধে যদি মরি আরো ভালো
এসো এসো হে বঁধু জ্বলিতে জ্বলিতে
মরণ আমার ভালো লাগে
কপালের লিখা সিঁদুরে ঢাকিয়া
পথ চাওয়া আজো হলো না হলো না।

(৬)

ও রাধে থমকে গেলি কেন
চলতে গিয়ে পায়ের কাঁটা বিঁধল বুকে যেন
তুই সোজা পথে চলিস না তোর
লীলা বোঝা দায়
এ বাঁকা পথে তাইতো কাঁটা
বিঁধছে পায়ে পায়ে
ওরে তোরই তোলা ঝড়ের মুখে
পড়লি রে তুই কেন।
মন নিয়ে এমন খেলা ওরে সর্বনাশের পালা
কে জানে গো সেধে সেধে আগুন কেন জ্বালা
ওরে তোরই রাখা মরণ ফাঁদে পড়লি রে
তুই কেন?

আর. ডি
প্রোডাকসন্সের
সমরেশ বসু
রচিত
অপরিচিত
সৌমিত্র
অর্পণা ◦ সন্ধ্যা
বিকাশ ◦ হারাধন
উৎপল ◦ বনানী
উত্তম কুমার
পরিচালনা : সলিল দত্ত
সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জি
সন্ধ্যা রায়
অনিল
সন্ধ্যারাণী
রীণা ঘোষ
অনুপ
কালী
জীবন সঙ্গীত
পি-এম
পিকচার্সের
নিবেদন
পরিচালনা
অরবিন্দ মুখার্জি
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জি
চণ্ডীমাতা ফিল্মস-এর পরিবেশনে
এস. এম
ফিল্মসের
মন নিয়ে
উত্তম
সুপ্রিয়া
পরিচালনা
সলিল সেন
কাহিনী
তীর্থ চ্যাটার্জী
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী